দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...14 DEC 2005
পৃঃ ২ কলাম ৩

লোহাগড়া (নড়াইল)'র উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মায়েরা টাকা নিতে এসে বিড়ম্বনার শিকার হন
- ইত্তেফাক

উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মায়েরা বিড়ম্বনার শিকার

॥ লোহাগড়া (নড়াইল) থেকে সংবাদদাতা ॥

উপজেলার ১৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ হাজার উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিশুদের মায়েরা উপবৃত্তির টাকা গ্রহণে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। লোহাগড়া উপজেলার এই উপবৃত্তির টাকা সরবরাহের জন্য স্থানীয় কৃষি ব্যাংক লোহাগড়া শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। উপজেলাব্যাপী উপকারভোগীদের টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পরিশোধের কথা। কিন্তু স্থানীয় ব্যাংক শাখা বিভিন্ন ইউনিয়নে গিয়ে ৪/৫টি স্কুলকে একত্র করে টাকা পরিশোধ করছে। একটি স্কুল থেকে অন্য ৪/৫টি স্কুলের দূরত্ব ৩/৪ কিমি। গ্রামাঞ্চলে ভ্যানযোগে আসা-যাওয়াতে প্রায় ২৫/৩০ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া সারাদিন টাকার আসায় বসে থেকে দুপুরে নাস্তার জন্য কমপক্ষে ১৫ টাকা ব্যয় হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের স্কুল পারফরমেন্সের জন্য দেখা যায় কোন মাতা একশ' থেকে দু'শ' টাকা মাত্র পায়। ফলে প্রাপ্ত উপবৃত্তির টাকা পথেই খরচ হয়ে যায়। এছাড়া অনেকে টাকার অভাবে ৩/৪ কিমি পথ পায়ে হেঁটে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। উপকারভোগী মায়েদের বসার কোন ব্যবস্থা থাকে না। কারণ টাকা প্রদানের দিনও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম যথারীতি চলে, ফলে এরা টাকার বদলে বিড়ম্বনার শিকারই বেশী হচ্ছে।